বিংশতি দার্‌স

الدرس العشرون

মুহাম্মাদ-ﷺ-সম্পর্কে মন্তব্য

قالوا عن محمد ﷺ

নিম্নে কোন কোন দার্শনিকের ও পাশ্চাত্যের প্রাচ্যজাগতিক ভাষা ও ধর্মীয় পন্ডিতদের নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-সম্পর্কে কথিত বক্তব্য থেকে কতিপয় বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে, এতে তাঁরা কোন পক্ষপাতিত্ব ও ইসলামের শত্রুদের প্রচার করা অসত্য উক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে এই মহান নবীর মাহাত্ম্য, তাঁর নবুওয়াত, তাঁর প্রশংসনীয় এবং তাঁর আনীত দ্বীনের সততার স্বীকারুক্তি পরিষ্কারভাবে পেশ করেছেন।

ব্রিটেনের বার্নার্ডশো (Bernard Shaw) তার রচিত বই 'মুহাম্মাদ'এ লিখেছেন, (যে বইটা ব্রিটিশ সরকার জ্বালিয়ে দিয়েছে) বিশ্বের মুহাম্মাদের মত একজন চিন্তাবিদের অতীব প্রয়োজন। এই নবী তাঁর দ্বীনকে বড় সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থানে রেখেছেন। কারণ, ইসলামই এমন বৃহত্তর ধর্ম, যা সকল সভ্যতার চিরকালীন পরিবর্তন এনেছে। আমি আমার জাতির অনেককে দেখেছি যে, তারা জ্ঞানের আলোকে এই দ্বীনে প্রবেশ করেছে। আর এই দ্বীন ইউরোপ মহাদেশে বড় বিস্তার লাভ করবে। তিনি বলেন, মধ্য যুগের ধর্মের পন্ডিতরা মুর্খতা অথবা পক্ষপাতিত্বের বশবর্তী হয়ে মুহাম্মাদের দ্বীনকে কু-শ্রীরূপে চিত্রিত করেছে। তারা তাঁকে খ্রীষ্টধর্মের শত্রু মনে করতো। কিন্তু আমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে পড়ে বড় বিস্ময়কর ও অলৌকিক জিনিস পেয়েছি এবং এই পরিণামে পৌঁচেছি যে, তিনি খ্রীষ্টধর্মের শত্রু ছিলেন না, বরং তাঁকে মানবতার মুক্তিদাতা আখ্যা দেওয়া আবশ্যক। আর আমার মতে তিনি যদি আজ বিশ্বের নেতৃত্ব দিতেন, তাহলে আমাদের সমূহ সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো এবং সেই শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো, যার প্রতি মানুষ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে।

টমাস কারলাইল (Thomas Carlyle) যিনি নভেল পুরস্কার লাভ করেছেন, তিনি তার কিতাব 'বীর'এ বলেছেন, বর্তমান যুগের প্রত্যেক মানুষের সব চেয়ে বড় দোষ হলো এই কথার প্রতি কান দেওয়া যে, ইসলাম একটি মিথ্যা ধর্ম এবং মুহাম্মাদ একজন প্রতারক ও মিথ্যুক। আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হলো, এই ধরনের অসংগত ও লজ্জাকর কথাসমূহের প্রচার-প্রসারের বিরুদ্ধে রোখে দাঁড়ানো। কারণ, এই রাসূল যে বার্তা ও পায়গাম পেশ করেছেন, তা প্রায় কুড়ি কোটি মানুষের জন্য ১২ শতাব্দি ধরে উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে রয়েছে। (তবে এ হিসাব নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে টমাসের বই লেখার যুগ পর্যন্ত) তোমাদের কেউ কি মনে করতে পারে যে, এই পয়গম্বরের বার্তা ও পায়গাম যার উপর অসংখ্য মানুষ জীবন-যাপন করলো ও মৃত্যুবরণ করলো, তা মিথ্যা ও প্রতারণা?

হিন্দু দার্শনিক রামকৃষ্ণ রাও বলেছেন, মুহাম্মাদের আবির্ভাবের সময় আরব দ্বীপ উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না। এই মরুভূমি থেকে যেখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না, মুহাম্মাদ তাঁর মহান আত্মার দ্বারা সমর্থ হয়েছেন নতুন বিশ্ব, নতুন জীবন, নতুন সংস্কৃতি, নতুন সভ্যতা এবং এমন নতুন দেশ গঠন করতে, যা মারাকেশ (মরক্কো একটি শহর) থেকে ভারত উপ-মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে এবং এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের মত তিনটি মহাদেশের জীবন ধারা ও চিন্তা-চেতনায় প্রভাব সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছেন।

কানাডার প্রাচ্যজাগতিক ভাষা ও ধর্মের পন্ডিত জুয়েমার (Zweimer) বলেন, মুহাম্মাদ নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা মহান ধর্ম-নেতা ছিলেন। তাঁর ব্যাপারেই এ কথা যথাযথ যে, তিনি সমর্থ-সক্ষম সংস্কারক, শুদ্ধভাষী ও বাক্যালাপে পারদর্শী, নির্ভীক বীর এবং মহান চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁকে (উল্লিখিত) এই গুণগুলোর পরিপন্থী গুণে আখ্যায়িত করা বৈধ নয়। তাঁর আনীত এই কুরআন এবং তাঁর ইতিহাস এই দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

জনাব উইলিয়াম মুয়ার (William Muir) বলেছেন, মুসলিমদের নবী মুহাম্মাদ তাঁর দেশবাসীর ঐক্যমতে শিশুকাল থেকেই স্বীয় উচ্চ নৈতিকতা ও উত্তম ব্যবহারের কারণে 'আল-আমীন' (আমানতদার) উপাধি লাভ করেছিলেন। সেখানে (তাঁর সাথে) যা কিছু হয়ে থাকুক না কেন, তিনি

বর্ণনাকারীর বর্ণনার অনেক উর্ধ্বে। তাঁর ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর সম্মান বুঝতে পারবে না। আর তাঁর ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর সেই গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করেন, যে ইতিহাস মুহাম্মাদকে বিশ্বের নবীদের মধ্যে এবং চিন্তাবিদদের মধ্যে শীর্ষস্থান দান করেছে। তিনি বলেন, এটাও মুহাম্মাদের পৃথক এক বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর বাক্য শুদ্ধ-পরিষ্কার এবং তাঁর দ্বীন সহজ। তিনি এমন কর্মসমূহ সম্পাদন করেছেন যে বিবেক-বুদ্ধিকে বিস্মিত করে দেয়। ইতিহাস এমন সংস্কারককে জানতে সক্ষম হয় নি, যে ঐভাবে মানুষের মাঝে জাগরণ আনতে পেরেছে, সচ্চরিত্রতাকে জীবিত করতে পেরেছে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে নৈতিকতার মান সমুন্নত করতে পেরেছে, যেভাবে ইসলামের নবী মুহাম্মাদ পেরেছেন।

রাশিয়ার মহান ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক লিও টোল্‌সটয় (Leo Tolstoy) বলেছেন, মুহাম্মাদের গৌরবের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি জঘন্য নিষ্ঠুর জাতিকে শয়তানের নিকৃষ্টতম কু-অভ্যাস ও কু-কর্মের পাঞ্জা থেকে মুক্ত করেছেন এবং তাদের সামনে উন্নতি ও অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অবশ্যই মুহাম্মদের শরীয়ত সারা পৃথিবীতে ছেয়ে যাবে, কারণ তা জ্ঞান ও যুক্তির সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

অস্ট্রিয়া (Austria) বলেন, মানবতা মুহাম্মাদের মত একজন মানুষের সাথে সম্পর্কিত হয়ে গর্ববোধ করে। কারণ, তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ১৪ শতাব্দির পূর্বে এমন বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন যে, আমরা ইউরোপীয়রা সর্বাধিক ভাগ্যবান হতে পারবো, যদি আমরা তার শীর্ষে পৌঁছতে পারি।